দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 6 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ কলাম ... ২ ...

পাঠ্যবই সংকট চলছেই

টিফিন পিরিয়ডেই ছুটি হয়ে যাচ্ছে স্কুলগুলো

ইনকিলাব ডেস্ক

পাঠ্যবই সংকট চলছেই। বইয়ের অভাবে বিভিন্ন স্থানে টিফিন পেরিয়ডেই স্কুলগুলো ছুটি হয়ে যাচ্ছে। পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) উপজেলা সংবাদদাতা জানান, নতুন বছরের এক মাস গত হয়ে গেলেও ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তকের তীব্র সংকট থাকায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বই সংকট থাকায় স্কুল চলে টিফিন পর্যন্ত। স্থানীয় লাইব্রেরীতে যে কয়েকটি বই পাওয়া যাচ্ছে তা নির্ধারিত মূল্যের ১০ থেকে ১৫ গুণ বেশী দামে কিনতে হচ্ছে এবং সঙ্গে অতিরিক্ত পৃঃ ৪৮ কঃ ৪৮

টিফিন পিরিয়ডেই ছুটি হয়ে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

দামে গাইড বই না কিনলে লাইব্রেরীয়ানরা বোর্ড বই বিক্রয় করছেন না শিক্ষার্থীদের কাছে। নতুন বছরের এক মাস অতিক্রম হওয়ার পর এ অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়েছে। উপজেলার বিভিন্ন জুনিয়র ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই না থাকার কারণে জানুয়ারী মাস ক্লাসবিহীন অবস্থায় চলেছে। উপজেলার উজ্জ্বলকোঠা, গোদাগাড়ী, বৈরচুনা, এক্তিয়ারপুর, নারায়ণপুর, সিংগারোল, ভাদুয়া, নাকাটিহাট, ঘুঘুয়া, ভোমরাদহ উচ্চ বিদ্যালয়ে গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করে বলেন, বই কেনার জন্য লাইব্রেরীতে গেলে বাংলা, ইংরেজী, গণিত বই নিম্নমানের গাইডসহ উচ্চ মূল্যে কিনতে বাধ্য করছে লাইব্রেরী মালিকরা। গাইড বই না কিনলে বোর্ড বই বিক্রয় করছেন না এবং বলছেন অন্যান্য বই এখনো বাজারে আসেনি। ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। এ সংবাদদাতাকে একজন অভিভাবক তার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় বলেন আমার সন্তান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এখতিয়ার কারো নেই।

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা জানান, বাঁশখালীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ের চরম সংকট দেখা দিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা লাইব্রেরীসমূহের বইয়ের জন্য ঘুরে ফিরলেও পাঠ্যবই মিলছে না। বই সংকটের কারণে বাঁশখালীর শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছে। উপজেলার ২৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই সংকটের কারণে এখন নিয়মিত ক্লাসও করতে পারছে না। একই কারণে বিদ্যালয়ের সময়সূচী সংকোচিত করে দুপুর পর্যন্ত লেখাপড়া চালানো হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা জানান, চড়ামূল্য দিয়ে নিম্নমানের কাগজের তৈরী পাঠ্যবইগুলো সংগ্রহ করা হলেও নোট বুক ও গাইড ছাড়া বিক্রেতারা বই বিক্রি করছে না।

জানা গেছে, চলতি বছরের শুরু থেকে সারাদেশের ন্যায় বাঁশখালীতে কৃত্রিম পাঠ্যবইয়ের সংকট শুরু হয়। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হলেও কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে জানুয়ারী মাস শেষ হওয়ার পরও শিক্ষার্থীরা হাতে বই না পাওয়ায় এখন পড়ালেখার পরিবর্তে অলস সময় কাটাচ্ছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বই না থাকার অজুহাতে আনুসাঙ্গিক কাজকর্ম করে সময় পার করছে। অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, লাইব্রেরী মালিকগণ গাইড ও নোটবই ছাড়া পাঠ্যবই বিক্রি করছেন না, বিক্রি করলেও বই প্রতি ১৫ টাকা অতিরিক্ত দাম নিচ্ছে। বাঁশখালীতে প্রায় ৩০টি লাইব্রেরী থাকলেও তাতে দেখা যায় প্রত্যেকটি লাইব্রেরীতে [illegible]র বোর্ড বইগুলো নির্দিষ্ট মূল্য থেকে ১০-১৫ টাকা বেশী নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া যে বই পাওয়া যাচ্ছে তাও নিম্নমানের।